History and Heritage, Journal of the Department of Islamic History and Culture, University of Dhaka
ISSN: 3008-1653; Vol. 01, December, 2024; DoI: 10.70775/HnH/V010004

আব্বাসি খিলাফত ও সাফফারি রাজবংশ : সম্পর্ক বিশ্লেষণ

(The Abbasid Caliphate and the Saffarid Dynasty: An Anylisis of their Relationship)

এস. এম. মফিজুর রহমান*

Abstract

During the time of the Abbasid Caliphate, numerous small regional dynasties rose to power in the eastern and western regions of Baghdad. In the west, dynasties such as the Idrisid, Aghlabid, Tulunid, Ikhshidid and Hamdanid emerged, while in the east, the Tahirid, Saffarid, Samanid, Ghaznawid, Buwayhid and Saljuq dynasties held sway. One of the noteworthy developments among the minor dynasties was the emergence of the Saffarid dynasty in the Sistan province, located to the east of Baghdad. The rise of petty regional dynasties in the Abbasid Caliphate was often fuelled by provincial governors, army commanders or influential patrons of the Caliphs. However, the founder of the Saffarid dynasty, Yakub ibn al-layth was a simple coppersmith. He managed to seize power in Sistan without any inherent birth advantages or administrative connections to the Abbasid Caliphs. Between 861 and 1003 AD, the Saffarid dynasty saw 9 rulers exerting their influence over the Sistan province, which spans the present-day Iran-Afghanistan border region. On the other hand, the Caliphate of Baghdad saw a total of 15 Caliphs during a specific period. It's intriguing to explore the relationship between the rulers of the Saffarid dynasty and these Caliphs. Equally important is understanding the attitude that the Abbasid Caliphs had towards the rulers of the Saffarid dynasty. This aspect of medieval Muslim history holds a significant interest.

মূল শব্দ: আব্বাসি, সাফফারি, আল-মুতামিদ, আল-মুতাজিদ, আল-মুকতাদির, ইয়াকুব, আমর।

ভূমিকা

আব্বাসি খলিফাগণ তাঁদের সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চল সিস্তান প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত সাফফারি রাজবংশের শাসকদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে সমন্বয়ধর্মী উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেননি। যেহেতু আব্বাসি প্রশাসনের সংশ্লিষ্টতার সম্পূর্ণ বাইরে থেকে এ রাজবংশটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাই স্বাভাবিকভাবেই সাফফারিরা আব্বাসি খলিফাদের জন্য একটি বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। সাফফারিরা মূলত আরব শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক বরাবরই অর্থনৈতিকভাবে চরম বৈষম্যের শিকার হন। তারা নিজেদেরকে এ শোষণ ও বঞ্চনা থেকে মুক্ত করতে আঞ্চলিকভাবে স্বার্থ-সচেতন হয়ে উঠেন। উক্ত আঞ্চলিক স্বার্থ-সচেতনতা থেকে স্বাধিকারবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা সিস্তানে এ রাজবংশটি প্রতিষ্ঠা করেন। এক পর্যায়ে তারা আব্বাসি খলিফার খোরাসানের প্রতিনিধি তাহিরি বংশীয় গভর্নরকে পরাজিত করে খোরাসান, কিরমান, ফার্সসহ পারস্যের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন।

* অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ই-মেইলঃ shakrahaman630@gmail.com

এমতাবস্থায় আব্বাসি খলিফাগণ ট্রান্স-অক্সিয়ানায় প্রতিষ্ঠিত সামানি বংশের শাসকদের সঙ্গে সমঝোতামূলক সম্পর্ক স্থাপন করে তাদেরকে উক্ত অঞ্চলের (খোরাসান, কিরমান ও ফার্স) বৈধ প্রশাসক হিসেবে স্বীকৃতি দেন। এছাড়াও আব্বাসি খলিফাগণ উপরিউক্ত অঞ্চলগুলো দখলে নেয়ার জন্য সামানি বংশের শাসকদেরকে সাফফারিদের বিরুদ্ধে নানাভাবে প্ররোচিত করেন। এসবের ধারাবাহিকতায় ৯০০ খ্রিস্টাব্দে খোরাসান এবং এর পার্শ্ববর্তী কিছু অঞ্চল সামানিরা দখল করে নেন। তবে এরপরও সাফফারিরা সিস্তান ও ফার্স প্রদেশে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখেন। সাফফারিরা আব্বাসি খলিফাদের রাজনৈতিক আধিপত্যবাদকে পছন্দ না করলেও সিস্তানের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে খলিফাদের সঙ্গে কৌশলগত ধর্মীয় সম্পর্ক বজায় রাখতেন। কারণ খিলাফতের ধর্মীয় গুরুত্ব তখনো অটুট ছিল। মূলত জনসমর্থন পেতেই তারা এ কাজটি করতেন। আলোচ্য প্রবন্ধে আব্বাসি খলিফাদের সঙ্গে সাফফারি বংশের শাসকদের সম্পর্কের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা ও গবেষণার যৌক্তিকতা

P.K. Hitti, S. Lane Poole. C.E. Bosworth, Syed Ameer Ali, Amir Hasan Siddiqi, Masudul Hasan, শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান, মুসা আনসারী প্রমুখ ইতিহাসবিদের রচনায় আব্বাসি ও সাফফারিদের ইতিহাস স্থান পেয়েছে। এছাড়া বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় সম্পাদিত বিভিন্ন বিশ্বকোষেও এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য সন্নিবেশিত আছে। তবে তাদের গবেষণাকর্মগুলোতে আব্বাসি ও সাফফারিদের পরিচয়, উত্থান, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিষয়াদিই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। শুধু Amir Hasan Siddiqi ও মুসা আনসারীর গবেষণায় আব্বাসি ও সাফফারিদের সম্পর্কের বিষয়ে কিছু আলোচনা স্থান পেয়েছে। কিন্তু উক্ত আলোচনার পরিধি খুবই সংক্ষিপ্ত। সর্বোপরি বাংলা ভাষায় এ বিষয়ে সুবিন্যস্ত কোন প্রবন্ধ রচিত হয়নি। এজন্য আমি মনে করি আব্বাসি খিলাফত ও সাফফারি রাজবংশের সম্পর্ক বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য নতুন গবেষণার যুক্তি ও সুযোগ রয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

আব্বাসি খিলাফত ও সাফফারি রাজবংশের সম্পর্ক বিষয়ে ধারাবাহিক ও কাঠামোগত গবেষণাকর্ম একেবারেই পরিলক্ষিত হয় না। আব্বাসিদের ইতিহাস সম্পর্কে অনেক গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হলেও, সাফফারিদের ইতিহাস বিষয়ে বৃহৎ কোন গবেষণাকর্ম এখনো সম্পাদিত হয়নি। মধ্যযুগের মুসলিমদের ইতিহাসে সিস্তানে সাফফারি বংশের উত্থান নিঃসন্দেহে একটি চমকপ্রদ ঘটনা। বাগদাদের খিলাফতের সংশ্লিষ্টতার সম্পূর্ণ বাইরে থেকে তারা কিভাবে এই রাজবংশটি প্রতিষ্ঠা করলেন, সিস্তানে তারা কিভাবে স্বায়ত্বশাসন ভোগ করতেন, আব্বাসি খলিফাদের সঙ্গে তারা কি ধরনের সম্পর্ক বজায় রাখতেন, অপরপক্ষে সমসাময়িক আব্বাসি খলিফাগণও তাদের বিষয়ে কিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন ইত্যাদি বিষয়ে একটি সম্যক ধারণা লাভের উদ্দেশ্যে বর্তমান গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণাকর্মটি একটি গুণগত গবেষণা (Qualitative Research)। উক্ত গবেষণায় আব্বাসি খলিফাগণ ও সাফফারি শাসকবর্গের সম্পর্কের টানাপোড়ানের নানাবিধ কারণ ও সেগুলোর স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ প্রতীক হিসেবে খিলাফতের প্রতি সাফফারি শাসকবর্গ কোন ধরনের মনোভাব পোষণ করতেন, সে বিষয়টিও আলোচনা করা হয়েছে। অপরপক্ষে আব্বাসি খলিফাগণ সাফফারিদের বিষয়ে কিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন, কোন কৌশল অবলম্বন

করেছিলেন, সে বিষয়গুলোও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে দ্বৈতীয়িক উৎস থেকে তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এ দ্বৈতীয়িক উৎসের মধ্যে রয়েছে পূর্বোল্লিখিত বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের রচিত প্রামাণিক গ্রন্থ, জার্নাল ও বিশ্বকোষসমূহ। উক্ত উৎসগুলো ব্যবহার করে আলোচ্য প্রবন্ধে আব্বাসি খিলাফত ও সাফফারি রাজবংশের সম্পর্কের বিষয়ে একটি নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

আব্বাসিদের পরিচয়

আব্বাসিরা ইসলামের তৃতীয় পর্যায়ের খিলাফতের কর্ণধার ছিলেন। তাঁরা ছিলেন ইসলাম ধর্মের মহান প্রর্বতক হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর চাচা আল-আব্বাস বিন-আব্দুল মুত্তালিব বিন-হাশিমের বংশধর। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে যারের যুদ্ধে উমাইয়াদের সর্বশেষ খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানকে পরাজিত করে আব্বাসিরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তাঁদের প্রথম খলিফা নির্বাচিত হন আবুল আব্বাস আস সাফফাহ্ (তিনি আল-আব্বাসের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ)। আল-আব্বাসের নামানুসারে এ বংশের নামকরণ করা হয়েছে আব্বাসি বংশ। ৭৫০-১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোট ৫০৮ বছর আব্বাসিরা ক্ষমতায় টিকে ছিলেন। এ সময়কালে মোট ৩৭ জন খলিফা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। আব্বাসিদের রাজধানী ছিল বাগদাদ (৭৬২ খ্রিস্টাব্দ থেকে)। খিলাফত প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ৭৬২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁদের রাজধানী ছিল কুফা/আল-হাশিমিয়া। এছাড়া ৭৯৬-৮০৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাক্কা এবং ৮৩৬-৮৯২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সামাররা তাঁদের রাজধানী ছিল। তাঁদের সর্বশেষ খলিফা ছিলেন আল-মুসতাসিম বিল্লাহ। ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে মোঙ্গল নেতা হালাকু খান বাগদাদ আক্রমণ করলে আব্বাসিদের পতন ঘটে।[১]

আব্বাসি রাষ্ট্রে খলিফার স্থান ছিল সবার উর্ধ্বে। তত্ত্বগতভাবে তাঁরা ছিলেন সকল ক্ষমতার উৎস। আব্বাসি শাসনামল রাজনৈতিকভাবে দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। যথা ঃ (ক) স্বর্ণযুগ এবং (খ) অবক্ষয়ী যুগ। আবুল আব্বাস আস সাফফাহ্ থেকে আল-ওয়াসিক পর্যন্ত (৭৫০-৮৪৭ খ্রিস্টাব্দ) নয় জন খলিফার প্রায় একশ বছরের শাসনকাল ছিল আব্বাসিদের স্বর্ণযুগ। এদের মধ্যে আবু জাফর আল-মনসুর (৭৫৪-৭৭৫ খ্রিস্টাব্দ), হারুন অর-রশীদ (৭৮৬-৮০৯ খ্রিস্টাব্দ) ও আল-মামুন (৮১৩-৮৩০ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন অধিক প্রসিদ্ধ। আর আল-ওয়াসিক (৮৪২-৮৪৭ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন আব্বাসিদের স্বর্ণযুগের শেষ শাসক। তাঁর পর থেকে আব্বাসিদের অবক্ষয়ের যুগ শুরু হয়।[২]

আব্বাসি আমলে মুসলিম শাসন ব্যবস্থার বেশ কিছু গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়। তাঁরা উমাইয়াদের ন্যায় রাজ্য জয় বা যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন না। বরং বিস্তৃত মুসলিম সাম্রাজ্যের সংহতি বজায় রাখতে তাঁরা সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। তাঁদের সময়ই মুসলিম সংস্কৃতি ও সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত হয়। তাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় (বিজ্ঞান, সাহিত্য ও দর্শন) যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। বলা হয় যে, আব্বাসি যুগ ছিল মুসলিম মননশীলতা ও অগ্রগতির যুগ।

সমকালীন আব্বাসি খলিফাগণ

সাফফারিদের শাসনকালে বাগদাদের সিংহাসনে মোট ১৫ জন খলিফা অধিষ্ঠিত হন। নিম্নে তাঁদের পরিচয় দেয়া হলো ঃ ১. আল- মুনতাসির (৮৬১-৮৬২ খ্রিস্টাব্দ), ২. আল-মুসতাইন (৮৬২-৮৬৬ খ্রিস্টাব্দ), ৩. আল- মুতায (৮৬৬-৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ), ৪. আল- মুহতাদী (৮৬৯-৮৭০ খ্রিস্টাব্দ), ৫. আল- মুতামিদ (৮৭০-৮৯২ খ্রিস্টাব্দ), ৬. আল-মুতাজিদ (৮৯২-৯০২ খ্রিস্টাব্দ), ৭. আল-মুকতাফী (৯০২-৯০৮ খ্রিস্টাব্দ), ৮. আল- মুকতাদির (৯০৮-৯৩২ খ্রিস্টাব্দ), ৯. আল-কাহির (৯৩২-৯৩৪

খ্রিস্টাব্দ), ১০. আল-রাযী (৯৩৪-৯৪০ খ্রিস্টাব্দ), ১১. আল-মুত্তাকী (৯৪০-৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ), ১২. আল-মুসতাকফী (৯৪৪-৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ), ১৩. আল- মুতী (৯৪৬-৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ), ১৪. আত-তায়ি (৯৭৪-৯৯১ খ্রিস্টাব্দ), ১৫. আল-কাদির (৯৯১-১০৩১ খ্রিস্টাব্দ)।[৩]

সাফফারিদের পরিচয়

সাফফারি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ইয়াকুব বিন আল-লায়স আল সাফফার। তিনি পেশায় একজন সাধারণ তাম্রকার বা সাফফার ছিলেন।[৪] তার পিতার নাম ছিল আল-লায়স। তিনিও পেশায় একজন তাম্রকার ছিলেন।[৫] ঐতিহাসিক সি. ই. বসওয়ার্থ বলেছেন যে, সাফফারিদের উৎপত্তি হয়েছিল সমাজের নিম্ন শ্রেণিভুক্ত পেশার মানুষ থেকে এবং তাদেরকে অবজ্ঞার চোখে দেখা হতো।[৬] অন্য এক বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, ইয়াকুব বিন লায়স সিজিস্তানের (সিস্তানের) দরিদ্র অধিবাসী ছিলেন।[৭] ইয়াকুবের তাম্রকার পেশা অনুযায়ী এ বংশের নামকরণ করা হয়েছে সাফফারি বংশ। তারা পার্সিয়ান জাতি-গোষ্ঠীর লোক ছিলেন। তাদের বাসস্থান ছিল পূর্ব ইরানের সিস্তান প্রদেশে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্র বিশ্লেষণ করে জানা যায় যে, ইয়াকুবের নেতৃত্বে এই সিস্তান প্রদেশকে কেন্দ্র করেই ৮৬১ খ্রিস্টাব্দে সাফফারি রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের রাজধানী ছিল যারানজ বা যারাং।[৮] অনেকে মনে করেন যে, তারা প্রথম পর্যায়ে দস্যু ছিলেন। সিস্তানের সর্বত্র লুটতরাজের মধ্য দিয়ে তারা একটি সেনাবাহিনী সংগঠিত করে রাজ্য স্থাপন করেন। আবার অনেকে মনে করেন যে, তারা ছিলেন মূলত খারিজি।[৯] ইতিহাসে এ বংশের দু'টি শাখার উল্লেখ পাওয়া যায়। যথাঃ লায়সি ও খালাফি শাখা। প্রথম শাখার শাসকবর্গ ৮৬১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৯১১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আর দ্বিতীয় শাখার শাসকবর্গ ৯২৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০০৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।[১০]

সাফফারি বংশ প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

সাফফারিদের আবাসস্থল সিস্তান প্রদেশ আরবদের অধীনস্থ থাকলেও এ এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নতিকল্পে আরব শাসকগোষ্ঠী তেমন কোন সুনজর দেননি। আব্বাসি শাসনামলে খোরাসানের তাহিরি বংশের শাসকরা খলিফা কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সিস্তান প্রদেশ থেকে খাজনা আদায় করতেন। উল্লেখ্য যে, বাগদাদের পূর্বাঞ্চল পারস্যের খোরাসানে ৮২০ খ্রিস্টাব্দে তাহির বিন হুসাইন-এর নেতৃত্বে সর্বপ্রথম তাহিরি বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়।[১১] কিন্তু তাহিরি শাসকবর্গ কেবল স্থানীয় বিত্তবান কৃষকদের নিকট থেকে খাজনা আদায় করেই সন্তুষ্ট থাকতেন। ফলে সিস্তানের কৃষি অর্থনীতিতে কোন পরিবর্তন আসেনি। এছাড়া সিস্তানের চর্তুপার্শ্বে এসময় বিশ্ব-বাণিজ্যের ব্যাপক বিকাশ ঘটে, কিন্তু সিস্তানে উক্ত বাণিজ্য অর্থনীতির বিকাশধারারও ছোঁয়া লাগেনি। কারণ, এর পার্শ্ববর্তী রাজ্য জাবালিস্তানের রাজার বিরুদ্ধে বাগদাদের খলিফাদের এক ধরনের অর্থনৈতিক বয়কট বিদ্যমান ছিল। সঙ্গত কারণেই সিস্তানের উপরও এই অর্থনৈতিক বয়কটের প্রভাব পড়েছিল।[১২] অর্থাৎ, বিশ্ববাণিজ্যের বিকাশধারার বাইরে থাকায় সিস্তান ও জাবালিস্তানে অর্থনৈতিক মন্দা ও স্থবিরতা দেখা দেয়।

এছাড়া সিস্তানের অধিবাসীরা পূর্বথেকেই শিয়া মতবাদ ভিত্তিক ধর্মীয় চেতনায় বিশ্বাসী ছিল। আর সামগ্রিকভাবে তারা পার্সিক জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করতো। এজন্য সুন্নী আরব নেতৃত্বের প্রতি তাদের বিরূপ মনোভাব ছিল। এ কারণে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন- সাফফারিদের উত্থানের মূল কারণ ছিল পার্সিক জাতীয়তাবাদী চেতনা। সর্বোপরি তখন পারস্যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জোয়ার এসেছিল। আর এ আন্দোলন প্রকাশ পেয়েছিল বিভিন্ন ক্ষুদ্র রাজবংশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে

ঐতিহাসিক জি. কে. নারিম্যানের বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, 'এসময় পারস্যের প্রদেশগুলো তারা নিজেরা বিভক্ত করেছিল এবং সেখানে কিছু স্বাধীন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যেমন- তাহিরি, সাফফারি, সামানি, বুয়াইয়া; তারা জাতীয়তাবাদে জাগ্রত হয়েছিল'।[১৩] ঐতিহাসিক ইয়াহ্ইয়া আরমাজানীও উল্লেখ করেছেন যে, পূর্বাঞ্চলে ক্ষুদ্র রাজবংশ প্রতিষ্ঠার প্রধান কারণ ছিল পারস্য পৃষ্ঠপোষকতা।[১৪]

উপরিউক্ত কারণগুলো ছাড়াও আল-ওয়াসিক পরবর্তী আব্বাসি খলিফাদের অদূরদর্শিতা, কেন্দ্রীয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থের ঘাটতি প্রভৃতি খিলাফতের রাজনৈতিক দুর্বলতাকে স্পষ্ট করে তোলে। সর্বোপরি এসময় খলিফা কর্তৃক অতিরিক্ত করারোপের বিরুদ্ধে স্থানীয় জনগণের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এ সুযোগে খারিজিরা বিদ্রোহ শুরু করে। খোরাসান ও সিস্তানে এ বিদ্রোহের ব্যাপকতা ছড়িয়ে পড়ে। তাহিরি বংশের শাসকবর্গ খারিজিদের এ বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হন। এরকম পরিস্থিতিতে সিস্তান প্রদেশে তখন আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটে। দুস্কৃতকারীরা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে লুটতরাজ, রাহাজানি করে সমগ্র এলাকায় ত্রাসের রাজ্য কায়েম করে। এতে জনগণের স্বাভাবিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে স্থানীয় বাসিন্দারা আত্মরক্ষার জন্য অ্যায়ার বা স্বেচ্ছাসেবী দল গঠন করেন। ইয়াকুব ছিলেন এসব অ্যায়ার গোষ্ঠী থেকে উদ্ভুত একজন দক্ষ সামরিক সংগঠক। তার নেতৃত্বে এরূপ একটি অ্যায়ার বা স্বেচ্ছাসেবী দল সুশৃংখল মিলিশিয়ায় পরিণত হয়।[১৫] ইয়াকুব ৮৬১ খ্রিস্টাব্দে দুই অ্যায়ার দলপতি সালিহ ইবনে নাদর ও দিরহাম ইবনে নাসরকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজেই সিস্তানের ক্ষমতা দখল করেন। এ ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমেই সিস্তানে সাফফারি বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। সিস্তানে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পর ইয়াকুব বর্তমান আফগানিস্তানের আর-রুখখাজ ও য়ামিনদাওয়া দখল করেন। এরপর তিনি জাবালিস্তান ও কাবুল বামিয়ান অঞ্চলে প্রবেশ করেন। এছাড়া ইয়াকুব ৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে কিরমানে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ঐসময় খলিফা তাকে উক্ত প্রদেশের গভর্নর হিসেবে স্বীকৃতিও দিয়েছিলেন। এরপর তিনি খুযিস্তান, মাকরান ও ফার্স প্রদেশে অভিযান পরিচালনা করেন। ৮৭০/৮৭১ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাহিরি নগরী হিরাত দখল করে নেন। এরপর চূড়ান্তভাবে ৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি খোরাসান আক্রমণ করেন এবং বিনা বাঁধায় নিশাপুরে প্রবেশ করে সেখানকার তাহিরি বংশীয় গভর্নরদের শাসনের অবসান ঘটান। মূলত এভাবেই সিস্তান, খোরাসান, ফার্স ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ইয়াকুবের নের্তৃত্বে সাফফারিদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৬]

সাফফারি বংশের শাসকবর্গের তালিকা

সাফফারি বংশের মোট নয় জন শাসক ৮৬১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০০৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সিস্তান প্রদেশে তাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখেন। নিম্নে তাদের নাম ও শাসনকাল উল্লেখ করা হলো ঃ ১. ইয়াকুব বিন আল-লায়স (৮৬১-৮৭৯ খ্রিস্টাব্দ), ২. আমর বিন আল-লায়স (৮৭৯ -৯০২ খ্রিস্টাব্দ), ৩. তাহির বিন মুহাম্মদ বিন আমর (৯০২-৯০৯ খ্রিস্টাব্দ), ৪. আল-লায়স বিন আলী (৯০৯-৯১০ খ্রিস্টাব্দ), ৫. মুহাম্মদ বিন আলী (৯১০ খ্রিস্টাব্দের কিছু সময়), ৬. আল মুয়াদ্দাল বিন আলী (৯১০- ৯১১ খ্রিস্টাব্দ), ৭. আবু হাফস আমর (৯১২-৯১৩ খ্রিস্টাব্দ), ৮. আবু জাফর আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন খালাফ (৯২৩-৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ), ৯. আবু আহমদ খালাফ (৯৬৩-১০০৩ খ্রিস্টাব্দ)।[১৭] [উল্লেখ্য যে, ৯১১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৯২৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোট ১২ বছর একটি অর্ন্তবর্তীকালীন সময় অতিবাহিত হয়। এসময় আমর বিন লায়সের নাবালক প্র-পৌত্র আবু হাফস আমরকে স্বল্প সময়ের জন্য (৯১২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৯১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) সিংহাসনে বসানো হয়।]

আব্বাসি খিলাফত ও সাফফারি রাজবংশের সম্পর্ক

সাফফারিদের পরিচয় ও বংশ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ইয়াকুব বিন লায়সের উত্থান একটি সাধারণ তাম্রকার পরিবার থেকে। কিন্তু তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা ও উচ্চাভিলাষী। স্বীয় উদ্যমতা, সাহসিকতা ও বিচক্ষণতা দ্বারা তিনি তার নেতৃত্বগুণকে পরিপূর্ণতা দান করেছিলেন। স্যার জন ম্যালকম এ প্রসঙ্গে বলেন যে, ইয়াকুব নিচু বংশে জন্মগ্রহণ করলেও বীরত্ব, উদারতা ও বিচক্ষণতা দ্বারা নিজেকে মর্যাদাসম্পন্ন করেছিলেন।[১৮] তিনি আব্বাসি প্রশাসনের সংশ্লিষ্টতার সম্পূর্ণ বাইরে থেকে সিস্তান প্রদেশে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। সাফফারি বংশের নয় জন শাসকের মধ্যে প্রতিষ্ঠাতা শাসক ইয়াকুব ও দ্বিতীয় শাসক আমর-এর সঙ্গে আব্বাসিদের সম্পর্কের বিষয়টিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য শাসকবর্গ অবশ্য আব্বাসি খলিফাদের সঙ্গে সমঝোতার নীতি মেনে চলতেন। আর আব্বাসি খলিফাদের পক্ষে এসময় দূরবর্তী প্রদেশসমূহে নানা কারণে সরাসরি রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল না। এক্ষেত্রে খলিফাগণ সাফফারি বংশের শাসকদের জন্য যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন, সেটিও খুব তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। নিম্নে আব্বাসি খলিফাদের সঙ্গে সাফফারি বংশের শাসকদের সম্পর্কের ধরন বিশ্লেষণ করা হলো ঃ

সাফফারি বংশের প্রতিষ্ঠাতা ইয়াকুবকে আব্বাসি খলিফাগণ কখনো সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি। খলিফাদের চোখে তিনি ছিলেন অবৈধ অনুপ্রবেশকারী। অর্থাৎ উড়ে এসে জুড়ে বসার মতো। এ প্রসঙ্গে সি.ই. বসওয়ার্থ বলেন যে, সাফফারিদেরকে বৈধ আব্বাসি খলিফাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করা হতো এবং সামগ্রিকভাবে তাদেরকে দস্যু ভাবা হতো।[১৯] আব্বাসি খলিফাদের মনোনীত আঞ্চলিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে (তাহিরি বংশীয় গভর্নরদের সঙ্গে) যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্য দিয়েই ইয়াকুবের পথ চলা শুরু হয়। ইয়াকুব সিস্তানসহ কিরমান, খোরাসান, ফার্স ও খুযিস্তান প্রদেশে খলিফার প্রতিনিধিত্বকারী শক্তির বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে, তাদের ক্রমাগত পরাজিত করে নিজ ক্ষমতা সুসংহত করেন। ফলে ঐসকল সম্পদশালী প্রদেশ বিশেষ করে সিস্তান, খোরাসান, খুযিস্তান ও ফার্সের রাজস্ব খলিফার হাতছাড়া হয়ে যায় । এজন্য খলিফা মুতামিদ ইয়াকুবের বিভিন্ন রাজ্য অধিকারকে বে-আইনি ঘোষণা করেন ও নিন্দা জানান। ইয়াকুব এর প্রতিবাদে খুযিস্তান থেকে ইরাক অভিমুখে রওনা হলে বাগদাদ থেকে মাত্র ৫০ মাইল দূরে দায়রুল-আকুল নামক স্থানে ৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে খলিফার প্রতিনিধির সৈন্যদলের সঙ্গে তার সেনাবাহিনীর একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উক্ত যুদ্ধে ইয়াকুব পরাজিত হন।[২০] এ যুদ্ধে ইয়াকুব পরাজিত হলেও খলিফা মুতামিদ ইয়াকুবের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করার জন্য একটি পত্র দিয়ে ইয়াকুবের দরবারে একজন দূত প্রেরণ করেন।[২১] খলিফার দূত ইয়াকুবের দরবারে পৌঁছলে ইয়াকুব দূতকে বলেন, 'যাও তোমার খলিফাকে গিয়ে বলো যে আমি একজন জন্মগত তাম্রকার এবং এ শাস্ত্র আমি আমার পিতার কাছেই শিখেছি। আমার খাদ্য ছিল যবের রুটি, মাছ, পেঁয়াজ ও শাক। আমার যে সার্বভৌমত্ব, সম্পদ এবং সঞ্চয় তা আমি নিজের চেষ্টায় করেছি, এটা আমি আমার পিতার থেকেও পাইনি বা খলিফার থেকেও পাইনি। যতদিন না আমি তার শির মহদ্দীয়াহ্‌তে পাঠাতে পারব এবং তার বংশকে ধ্বংস করতে পারব, ততদিন আমি শান্তি পাব না। হয় আমি আমার প্রতিজ্ঞা পূরণ করব নতুবা আমি আমার যব-রুটি, মাছ ও শাকের জীবনে ফিরে যাব। মনে রাখবে, আমি আমার সঞ্চয়াগার খুলে দিয়েছি এবং সৈন্যদেরকেও জানিয়ে দিয়েছি এবং আমি তার দূতের পিছু পিছুই আসছি'।[২২] উল্লেখ্য যে, দায়রুল-আকুলের যুদ্ধে ইয়াকুব পরাজিত হলেও মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত (৮৭৯ খ্রিস্টাব্দ) তিনি সিস্তানসহ ফার্স ও খুযিস্তান প্রদেশে নিজের নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিলেন।

খলিফা মুতামিদ ইয়াকুবের নিকট দূত মারফত আরো অনেক চিঠি প্রেরণ করলেও ইয়াকুব কিছুতেই খলিফার বশ্যতা স্বীকার করতে রাজী হননি। ইয়াকুবকে বশে আনার জন্য ৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে খলিফা মুতামিদ তাকে ফার্স-এর প্রশাসকের পদ প্রদানপূর্বক একজন দূত প্রেরণ করেন। সেসময় ইয়াকুব রোগ শয্যায় শায়িত ছিলেন। তিনি খলিফার পত্র পেয়ে জবাবে দূতকে বলে দেন যে, 'মুতামিদকে বলিও এ রোগে ইন্তেকাল করলে সে এবং আমি উভয়েই নাজাত পাবো, নতুবা এই তরবারী আমাদের মীমাংসা করবে; মুতামিদের বশ্যতা স্বীকার করবো না; তরবারী আমার মদদ না করলে শুকনো রুটি এবং পেঁয়াজ আমার জন্য রয়েছে'।[২৩] এ রোগেই ইয়াকুব ৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। এসব ঘটনা প্রমাণ করে যে খলিফা মুতামিদ বিভিন্ন রকম প্রলোভন দেখালেও ইয়াকুবকে বশ্যতা স্বীকার করাতে পারেননি।

সাফফারি শাসকদের মধ্যে ইয়াকুব ছিলেন খলিফাদের প্রত্যক্ষ বিরোধীদের একজন। তিনি আব্বাসি খলিফাদেরকে ও তাঁদের অনুগত গভর্নরদেরকে বিশ্বাস করতেন না। সর্বোপরি তিনি খলিফা শাসিত অঞ্চলসমূহে প্রচলিত আরব রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি ঘৃণার মনোভাব পোষণ করতেন। একটি সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা একজন স্ব-প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে ইয়াকুব তার নিজ পরিবারের স্বার্থ উন্নয়নে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। পাশাপাশি আব্বাসি খলিফাগণ ও তাদের লোভী গভর্নরদের কবল থেকে সিস্তানকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, ইয়াকুব তৎকালীন মুসলিম বিশ্বে একটি নতুন নেতৃত্বের ধারণার পরিচিতি ঘটান। নতুন সেই ধারণাটি হল- তাত্ত্বিক দিক থেকে সকল প্রাদেশিক শাসনকর্তার (গভর্নরদের) কর্তৃত্বের উৎস হচ্ছে সুন্নী মুসলিম জনগণের প্রধান নেতা বাগদাদের খলিফা কর্তৃক হস্তান্তরিত কর্তৃত্ব, 'এই অবাস্তব ধারণা' স্বজ্ঞানে প্রত্যাখান করা। এজন্য বলা হয় যে, 'ইয়াকুব যে সামরিক সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন তা ছিল সরাসরি খলিফার রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অবসানের পথে এবং অনুরূপভাবে প্রথমে স্বায়ত্ত্বশাসিত ও পরে কার্যতঃ স্বাধীন বিভিন্ন প্রাদেশিক শাসক বংশের আবির্ভাবের দিকে একটি সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ'।[২৪]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, খলিফার সঙ্গে ইয়াকুবের কোন প্রশাসনিক সংশ্লিষ্টতা ছিল না। তার ক্ষমতার উৎস ছিল খোলা তরবারী। কেন্দ্রীয় খলিফা তাকে সবসময় হুমকীস্বরূপ বিবেচনা করতেন। সঙ্গত কারণেই ইয়াকুব খলিফার নিকট থেকে কোন সরকারি নিয়োগপত্র পাননি বা নেননি। *হিস্ট্রী অব সিস্তান* গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, "ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ইয়াকুবকে খলিফার অনুমতিপত্র আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হ্যাঁ-সূচক উত্তর প্রদান করেন। তিনি অতঃপর তাহাদিগকে উহা দেখিতে আমন্ত্রণ জানান। তাহাদের সকলে একত্রিত হইলে তিনি তাহার সহকারীকে সেই 'অনুমতিপত্র' আনিতে আদেশ করেন। আমন্ত্রিতদের ত্রাসের মধ্যে সেই সহকারী একটি কুশান লইয়া প্রবেশ করেন এবং সেই কুশানের উপর ছিল একটি খোলা তরবারি। ইয়াকুব কয়েকবার সাংঘাতিকভাবে সেই তরবারি ঘুরাইয়া ধর্মীয় নেতাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, আল-সাফফাহর (আব্বাসীয় বংশের প্রতিষ্ঠাতা) নিকট এরূপ একটি তরবারি ছাড়া অন্য কোনো অনুমতিপত্র ছিল কিনা। একত্রিত জমায়েত ভয়ে এবং যুক্তির জোরে বাক্যহীন হইয়া পড়েন। ইহা দেখিয়া ইয়াকুব বলিলেন, 'এখন আপনারা যখন আনুমতিপত্র দেখিলেন তখন বাড়ি যাইতে পারেন'।"[২৫] উপরিউক্ত ঘটনা বিশ্লেষণ করলে তার উপস্থিত বুদ্ধি, সাহসিকতা ও সামরিক শক্তির যথার্থতা যেমন প্রমাণিত হয়, তেমনি আব্বাসি খলিফাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতি তিনি যে চ্যালেঞ্জস্বরূপ ছিলেন সেটিও প্রমাণিত হয়।

সাফফারি বংশের দ্বিতীয় শাসক আমর বিন লায়স সিস্তানের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ফার্স ও খুযিস্তান প্রদেশ দু'টি নিজের দখলে রেখে বাগদাদের খলিফার প্রতি সাধারণভাবে নমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করেন। তিনি বিভিন্ন সময় তার অধীনস্থ প্রদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে আমীর পদে অভিষিক্ত হওয়ার জন্য খলিফার কাছে আবেদন জানান।[২৬] খলিফার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলে খলিফা তাকে ৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে ফার্সসহ পূর্ব-পারস্য ও সিন্ধুর প্রাক্তন তাহিরি রাজ্যের প্রদেশসমূহের শাসন ক্ষমতা এবং বাগদাদ ও সামাররার শুরতা (পুলিশ বাহিনী)-এর নিয়ন্ত্রণভার অর্পণ করেন। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আমীর আলী বলেন যে, তিনি (আমর) খলিফা মুতামিদের সঙ্গে সহযোগিতামূলক ও শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে খলিফার ফরমান দ্বারা ইয়াকুব কর্তৃক অধিকৃত অঞ্চলসমূহের উপর নিজ কর্তৃত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।[২৭] তবে আমরকে এসময় তার প্রতিদ্বন্দ্বী বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়। বিশেষ করে রাফি বিন হারছামার সঙ্গে সংঘাত ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি রাফিকে চূড়ান্তভাবে দমন করেন, খলিফা মুতাজিদ তখন তাকে খোরাসান ও রায়সহ তার অধীন সকল রাজ্যের শাসক হিসেবে অভিষিক্ত করেন।[২৮] তাবারীর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, অন্য একসময় আমর জনসমর্থন পেতে বাগদাদ থেকে প্রেরিত সরকারী বৈশিষ্ট্যসূচক পতাকা নিশাপুরে তার বাসগৃহে তিন দিন পর্যন্ত প্রদর্শন করেছিলেন।[২৯] এসব বিষয় বিশ্লেষণ করলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, আব্বাসি খলিফাদের সঙ্গে আমরের সম্পর্ক ইতিবাচক ছিল। এটা স্বীকার্য যে, আমরের দিক থেকে খলিফাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের কোন ঘাটতি ছিল না। কিন্তু খলিফা মুতামিদ এই সম্পর্কের আড়ালে ভীষণ চতুরতার আশ্রয় নিয়েছিলেন। বিশেষ করে সামানিদের সঙ্গে আব্বাসি খলিফার গোপন আঁতাতের বিষয়টি আমর বিন লায়সের জন্য ছিল একটি বড় হোচট খাওয়ার মতো বিষয়। উল্লেখ্য যে, খলিফা সাফফারিদের দ্বিতীয় শাসক আমরকে মনে মনে ভয় পেতেন ও সন্দেহের চোখে দেখতেন। কারণ, সে যদি তার ভাই ইয়াকুবের পথ অবলম্বন করে। এজন্য মাঝে মাঝে গোপনে খলিফা বোখারাতে সামানি বংশীয় শাসক ইসমাইল ইবনে আহমদের কাছে সংবাদ প্রেরণ করতেন যে, আমরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও। একবার খলিফা দূত মারফত ইসমাইলকে বলে পাঠালেন যে, 'আমর ইবনে লাইসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কর এবং তার কবল থেকে রাজ্য কেড়ে লও। খোরাসান এবং ইরাক শাসন করার অধিকার তোমার বেশি, কারণ এগুলোতে তোমার পূর্বপুরুষদের রাজত্ব ছিল এবং "সাফফারীরা" জোরপূর্বক তা দখল করে নিয়েছে। প্রথমত : তোমার অধিকার আছে, দ্বিতীয়ত : তোমার আচরণ অধিক গ্রহণীয় এবং তৃতীয়ত : আমার আর্শিবাদ তোমার পিছে আছে। এগুলোর ভিত্তিতে আমার বিশ্বাস যে, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই আমরের বিরুদ্ধে তোমার সহায় হবেন। তোমার কত সৈন্য ও রসদ আছে সে কথা চিন্তা করো না, দেখ, আল্লাহ্ কোরআনে কি বলেছেন : অনেক ক্ষুদ্র দলও আল্লাহ্র রহমতে অনেক বড় দলকে পরাজিত করে গেছে। আল্লাহ্ স্থিরসংকল্প ব্যক্তির সাথেই থাকেন (কোরআন ২:২৫০)'।[৩০] খলিফার এ ধরনের প্ররোচনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সামানিরা সাফফারিদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং ৯০০ খ্রিস্টাব্দে খোরাসান ও এর নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহ দখল করে নেন। এসময় সাফফারি শাসক নিজের সাম্রাজ্যের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখার জন্য সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তবে ৯১০-১১ খ্রিস্টাব্দে খলিফা মুকতাদির সামানি বংশের শাসক আহমদ ইবনে ইসমাইলকে সিস্তানের গভর্নর হিসেবে অভিষিক্ত করে তাকে সাফফারিদের পতনের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। অতঃপর সামানিরা ৯১১ খ্রিস্টাব্দে এক অভিযানের মাধ্যমে যারাং (সাফফারিদের রাজধানী) দখল করেন এবং সাফফারি শাসক মুহাম্মদ ও তার ছোট ভাই মুয়াদ্দালকে বন্দী করে বাগদাদে প্রেরণ করেন।[৩১] এর ফলে সিস্তানে সামানি আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

উক্ত ঘটনার পর প্রায় ১২ বছর (৯১১-৯২৩ খ্রিস্টাব্দ) একটি অন্তবর্তীকালীন সময় অতিবাহিত হয়। অতঃপর ৯২৩ খ্রিস্টাব্দে সাফফারি বংশের খালাফি শাখার শাসক আবু জাফর আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন খালাফ সিস্তানের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তিনি ৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোট ৪০ বছর সিস্তানে রাজত্ব করেন। এরপর তার পুত্র আবু আহমদ খালাফ ৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০০৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সিস্তানে সাফফারিদের পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ১০০৩ খ্রিস্টাব্দে গযনবি বংশের সুলতান মাহ্মুদ সিস্তান দখল করলে আবু আহমদ খালাফ পদচ্যুত হন এবং সাফফারি বংশের চূড়ান্ত পতন ঘটে।[৩২]

সাফফারি বংশের প্রতিষ্ঠাতা শাসক ইয়াকুব ব্যতীত অন্য শাসকগণ বাগদাদের কেন্দ্রীয় খলিফাদের প্রতি সাধারণভাবে বাহ্যিক আনুগত্য প্রদর্শন করতে কখনো কার্পণ্য করেননি। কিন্তু কার্যতঃ তারা প্রথমে স্বায়ত্বশাসন ও পরে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে রাজকার্য পরিচালনা করেন। তারা তাদের প্রচলিত মুদ্রায় সবসময় আব্বাসি খলিফার নাম প্রকাশ করতেন এবং জু'মার নামাজের খুৎবায় খলিফার নাম উল্লেখ করতেন। এক্ষেত্রে কখনো কোন ব্যত্যয় ঘটেনি।[৩৩] তবে ইয়াকুব সর্বপ্রথম খলিফার নামের পাশে খুৎবায় তার নিজের নাম প্রকাশ করেছিলেন। আর আমর সর্বপ্রথম স্বর্ণমুদ্রায় নিজের নাম মুদ্রিত করেছিলেন।[৩৪] খুৎবায় এবং মুদ্রায় খলিফার নাম প্রকাশের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। উল্লেখ্য যে, মধ্যযুগের মুসলিম শাসনামলে মুদ্রায় খলিফার নাম প্রকাশ ও জু'মার খুৎবায় খলিফার নাম পাঠ করার অর্থ ছিল খিলাফতের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের চিহ্ন। তবে সাফফারি শাসক ইয়াকুব ও আমর আব্বাসি খিলাফতের অধীনস্থ থেকে সার্বভৌমত্বের অংশীদারিত্বস্বরূপ তাদের শাসিত অঞ্চলে খুৎবায় ও মুদ্রায় নিজেদের নাম প্রকাশ করেছিলেন।[৩৫] এখানে আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এসময় খলিফাদের ব্যক্তিগত দুর্বলতার কারণে সাফফারি শাসকবর্গ খিলাফতকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে অধিকভাবে বিবেচনা করতেন।

আব্বাসি খলিফাদের সঙ্গে সাফফারি বংশের প্রতিষ্ঠাতা শাসক ইয়াকুবের সম্পর্ক রাজনৈতিকভাবে যথেষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ছিল। কিন্তু তার ভাই আমর খলিফাদের সঙ্গে কম-বেশি যোগাযোগ রক্ষা করেই সাম্রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন। যদিও শেষ পর্যন্ত তিনি খলিফাদের বিশ্বাস অর্জন করতে পারেননি। তবে ইয়াকুব ও আমর তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের রীতি অনুযায়ী বাগদাদের খলিফাদেরকে কর প্রদান করতেন। ইসলামী বিশ্বকোষে উল্লেখ আছে যে, ইয়াকুব ও আমর কর্তৃক বিভিন্ন রাজ্য জয়ের ফলে তাদের রাজকোষে যে বিপুল পরিমান ধন-সম্পদ মওজুদ হয়, তা-থেকে থেকে শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের সময় বাগদাদের খলিফার দরবারে মাঝে-মাঝে কর প্রদান করা হতো।[৩৬] অবশ্য ইয়াকুব খলিফাদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করলেও খলিফাদের কর প্রদানের বিষয়টি তিনি নিজেই প্রথম শুরু করেছিলেন। তবে সাফফারি শাসকবর্গ যে বাগদাদের খলিফাকে নিয়মিত কর প্রদান করতেন, সে বিষয়ে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। ইবনে খাল্লিকান-এর বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, ইয়াকুব আব্বাসি খলিফাদেরকে যথেষ্ট পরিমানে কর প্রদান করতেন। তার মতে- ইয়াকুব তার শাসিত প্রদেশে যত রাজস্ব আদায় করতেন তার দুই-তৃতীয়াংশ বাগদাদের কেন্দ্রীয় খলিফাদেরকে প্রেরণ করতে সম্মতি প্রদান করেছিলেন।[৩৭]

আরেকটি বিষয় এখানে উল্লেখ্য যে, সাফফারিদের প্রতিদ্বন্দ্বী সামানিরা শিক্ষা-সংস্কৃতিতে অত্যন্ত উন্নত ও অগ্রসর ছিলেন। সাফফারিরা এক্ষেত্রে সামানিদের তুলনায় মোটেই অগ্রসর ছিলেন না। সাফফারিরা ছিলেন মূলত সামরিক শক্তি নির্ভর। মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় যদিও সামরিক শক্তিই ছিল রাজ-ক্ষমতা দখলে রাখার সবচেয়ে বড় উপাদান, তবুও তাদের চেয়ে শিক্ষা-সংস্কৃতিতে অধিকতর অগ্রগামী সামানি বংশের বিপরীতে তাদের টিকে থাকা ছিল খুবই কঠিন বিষয়। শিক্ষা-সংস্কৃতির এ অনগ্রসরতার কারণে

পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে যে ধরনের কূটনৈতিক কৌশল রক্ষা করা প্রয়োজন ছিল, সাফফারিরা তাদের সমসাময়িক খলিফাদের সঙ্গে সে ধরনের সম্পর্ক রক্ষা করতে পারেননি। বরং তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী বুখারার সামানি শাসকবর্গ এক্ষেত্রে অনেক সচেতন ও কৌশলী ছিলেন। এজন্য বলা হয় যে, কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী সামানি শাসকরা অধিকতর দক্ষতার পরিচয় দিয়ে খলিফার মনোনীত শাসক হিসেবে সিস্তানে আক্রমণ করে সফলতা অর্জন করেন।

উপসংহার

আব্বাসি খিলাফত ও সাফফারি রাজবংশের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আব্বাসি খলিফাদের সঙ্গে সাফফারি শাসকদের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে যথেষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ছিল। তৎকালীন আরব-বিশ্বে প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে তারা সিস্তানে একটি নতুন বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। অর্থাৎ একটি বড় রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ নিয়েই ইয়াকুব এ বংশটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি খলিফার প্রতি প্রকাশ্য আনুগত্য প্রদর্শনের নীতির ঘোর বিরোধী ছিলেন। খলিফা মুতামিদ বারংবার চেষ্টা চালিয়েও ইয়াকুব বিন লায়সকে বশে আনতে পারেননি। তবে ইয়াকুবের মৃত্যুর পর তার ভাই আমর বিন লায়স ক্ষমতায় বসলে আব্বাসি খলিফাদের সঙ্গে তার সম্পর্কের কিছুটা উন্নতি ঘটে। কিন্তু আব্বাসি খলিফারা সহজে এ বিষয়টি মেনে নেননি। খলিফা মুতামিদ আমরকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেননি। এজন্য বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে তিনি (খলিফা মুতামিদ) বোখারার সামানি শাসকদের সঙ্গে গোপনে আঁতাত করে খোরাসান ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সামানি আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। সাফফারিরা খলিফার এই দূরদর্শিতা বুঝতে ব্যর্থ হন।

সিস্তান প্রদেশে সাফফারিরা স্বায়ত্বশাসন ভোগ করতেন। বিশেষ করে উত্তরাধিকার নির্বাচনে তারা পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। তবে খিলাফতের প্রতি আনুগত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ তারা তাদের প্রচলিত মুদ্রায় খলিফাদের নাম উৎকীর্ণ করতেন এবং জু'মার নামাজের খুৎবায় খলিফাদের নাম যথারীতি পাঠ করতেন। তারা বাগদাদের খলিফাকে কর প্রদানও করতেন। যদিও এ কর প্রদানের বিষয়টি নিয়মিত ছিল না। অতএব, বলা যায় যে, সাফফারি শাসকবর্গ রাজনৈতিকভাবে সিস্তানের স্বাধীন রাষ্ট্র পরিচালনার কর্তৃত্ব নিজেদের হাতে রেখে আব্বাসি খলিফাদের সঙ্গে অন্যান্য সাধারণ সম্পর্কের বিষয়গুলো স্বাভাবিকভাবে মেনে চলতেন। অবশ্য সাফফারি বংশের দ্বিতীয় শাসক আমর স্বীয় স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য খিলাফতের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু শেষ বিচারে তিনি আব্বাসি খলিফাদের আস্থাভাজন হতে পারেননি।

অপরদিকে ৯০০ খ্রিস্টাব্দে খোরাসানে এবং ৯১১ খ্রিস্টাব্দে সিস্তানে সামানি আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে রাজনীতির নতুন মেরুকরণ শুরু হয়। সামানিদের সঙ্গে আব্বাসি খলিফাদের সুসম্পর্ক থাকায় সাফফারিদের নিয়ে তাঁদের (খলিফাদের) নতুন কোন চিন্তা করতে হয়নি। অতঃপর ৯২৩ খ্রিস্টাব্দে সাফফারিদের খালাফি শাখার উত্থান হলে উক্ত শাখার দুজন শাসক সিস্তানের রাজধানী যারাং-কেন্দ্রিক খুবই সীমিত পরিসরে তাদের শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন। এ দুজন শাসকের সঙ্গে আব্বাসি খলিফার খারাপ সম্পর্কের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে ৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে বুয়াইয়া বংশের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হলে, খলিফা রাজনৈতিক দিক থেকে ক্ষমতাশুন্য হয়ে শুধু ধর্মীয় প্রতিভূতে পরিণত হন। বুখারা ও খোরাসানের সামানি শাসকবর্গ উদীয়মান বুয়াইয়া শক্তি ও আব্বাসি খলিফাদের সঙ্গে সমন্বয় করে পথচলা শুরু করেন। এমতাবস্থায় আব্বাসি খলিফাগণ সিস্তান প্রদেশের ক্ষয়িষ্ণু সাফফারিদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোন হস্তক্ষেপ করেননি।

টীকা ও তথ্যসূত্র

১. P.K. Hitti, *History of the Arabs,* Macmillan and Co. Limited, London, 1970, (tenth edition), pp. 288, 292, 297
২. P.K. Hitti, *Ibid*. pp. 317-318; মুসা আনসারী, *মধ্যযুগের মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. তের, ১৯
৩. S. Lane-Poole, *The Mohammadan Dynasties Chronological and Genealogical Tables with Historical Introductions,* Jayyed Press, Delhi, 1977, (reprint), p. 12
৪. M.TH. Houtsma and others (ed.), *First Encyclopaedia of Islam 1913-1936, Vol.- VII*, E.J. Brill, Leiden, 1987, p. 55; P.K. Hitti, *Op.Cit.,* p. 461
৫. S. Lane-Poole, *Op.Cit.,* p. 129
৬. R.N. Frye (ed.), *The Cambridge Hisotry of Iran, Vol.-4*, (The Period from the Arab invasion to the Saljuks), Cambridge University Press, London, 1975, p.107 (C.E. Bosworth: The Tahirids and Saffarids)
৭. শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান, *আরব জাতির ইতিহাস*, মৌলী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৩১৬
৮. সিরাজুল হক ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৪ খণ্ড (১ম ভাগ)*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৪২৩
৯. মুসা আনসারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০
১০. সিরাজুল হক ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত* , পৃ. ৪২৩-৪২৫
১১. Masudul Hasan, *History of Islam (Classical Period 571-1258 C.E.), Vol.-1*, Adam Publishers & Distributers, Delhi, 1995, p.395; আরো দেখুন, Edward G. Browne, *A Literary History of Persia, Vol.-1*, Cambridge University Press, London, 1929, p. 346
১২. মুসা আনসারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২১
১৩. G.K. Nariman, *Persia and Persia, Vol.-1*, Iran League, Bombay, 1925, p.22
১৪. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক অনূদিত, ইয়াহ্ইয়া আরমাজানী-এর *মধ্যপ্রাচ্য : অতীত ও বর্তমান*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৯৯
১৫. মুসা আনসারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২১
১৬. সাফফারি বংশ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, মুসা আনসারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০-১২১
১৭. সিরাজুল হক ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৪-৪২৫
১৮. Sir John Malcom, *The History of Persia, from the most early period to the present time: containing an account of the religion, government, usages and character of the inhabitants of that Kingdom, Vol.- 1*, John Murray, London, 1815, p. 147
১৯. R. N. Frye (ed.), *Op.Cit.,* p. 107
২০. সিরাজুল হক ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৩
২১. দূত মারফত খলিফা কর্তৃক ইয়াকুবকে প্রেরিত এ চিঠিটি সম্পর্কে দেখুন, যাহিদ হোসেন অনূদিত, নিজাম উল-মুল্ক-এর *সিয়াসাতনামা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৯-১০
২২. উদ্ধৃত, যাহিদ হোসেন অনূদিত, নিজাম উল-মুল্ক-এর সিয়াসাতনামা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০
২৩. Theodore Noldeke, *Sketches from Eastern History*, Khayats, Beirut, 1963, p.193 (English Translated by John Sutherland Black); শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৬ ; খলিফা মুতামিদ কর্তৃক ইয়াকুবের নিকট দূত মারফত প্রেরিত চিঠি এবং উক্ত চিঠিগুলোর উত্তরে ইয়াকুবের অভিব্যক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, যাহিদ হোসেন অনূদিত, নিজাম উল-মুল্ক-এর সিয়াসাতনামা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭-১০
২৪. সিরাজুল হক ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৫
২৫. উদ্ধৃত, মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক অনূদিত, ইয়াহ্ইয়া আরমাজানী-এর *'মধ্যপ্রাচ্য : অতীত ও বর্তমান'*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১
২৬. সিরাজুল হক ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৪

২৭. Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens*, Macmillan and Co. Limited, London, 1951, p. 293

২৮. সিরাজুল হক ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৪

২৯. Amir Hasan Siddiqi, *Caliphate and Kingship in Mediaeval Persia*, The Ripon Printing Press, Lahore, 1942, pp. 33-34

৩০. উদ্ধৃত, যাহিদ হোসেন অনূদিত, নিজাম উল-মুল্‌ক-এর সিয়াসাতনামা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০-১১

৩১. সিরাজুল হক ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৪-৪২৫

৩২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৫-৪২৬

৩৩. এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, Reginald Stuart Poole (ed.) *Catalogue of Oriental Coins in the British Museum, Vol.- II*, Forni Editore, Bologna, 1967, pp. 75-78, PL.IV

৩৪. Amir Hasan Siddiqi, *Op.Cit.*, p. 34

৩৫. *Ibid*, p. 39

৩৬. সিরাজুল হক ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৫

৩৭. Amir Hasan Siddiqi, *Op.Cit.*, p. 35